শ্রীরামচন্দ্র মিশন®

India ECHOES
ONE WORLD ONE HUMANITY

গুরুদেবের সংবাদ

১৮ ফেব্রুয়ারী শনিবার গুরুদেব গায়েত্রী থেকে সকাল ১০–৩০ মিনিটে আশ্রমে আসেন। তখন সবেমাত্র সৎসঙ্গ শেষ হয়েছে এবং অভ্যাসীরা তাঁকে স্বাগত জানানোর জন্য সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে ছিল।

গুরুদেব তাঁর অফিসে বসে CCTV– র মাধ্যমে তথ্য প্রযুক্তি কর্মশালার কার্যক্রম দেখেন। ভ্রাঃ কমলেশ ও ভ্রাঃ পি. আর. কৃষ্ণার ভাষণ শোনেন। তিনি মন দিয়ে সব বক্তৃতা শোনেন ও প্রশ্ন করেন। নৈশভোজের পর গুরুদেবকে বলা হয় যে পরদিন সৎসঙ্গের পর কিছু নতুন DVD প্রকাশ করা হবে। গুরুদেব বলেন, 'অডিও–ভিডিও প্রকাশের জন্য অন্য কাউকে ব্যবস্থা করো। এখন থেকে আমি শুধু প্রাণাহুতি দেবার জন্য আসব। আমি এখন টেলিগ্রাফের স্তম্ভের মত, শুধু সরবরাহ করে যাব'। ১৯ ফেব্রুয়ারী রবিবার গুরুদেব সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। এরপর প্রকাশনা বিভাগের তত্ত্বাবধানে অডিও–ভিডিও প্রকাশ করা হয়।

উত্তর আমেরিকান সেমিনার

২০ ফেব্রুয়ারী সোমবার উত্তর আমেরিকান আলোচনাচক্র শুরু হয়। গুরুদেবের শরীর তেমন ভালো না থাকা সত্ত্বেও তিনি সকালের সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সন্ধ্যাবেলা USA র একদল অভ্যাসী কক্ষে সমবেত হয়। গুরুদেব তাদের দেখে খুব খুশী হন এবং তাদের দেখে উৎসাহপুর্ণ ভাষণ দেন যা সকলের হৃদয়কে স্পর্শ করে যায়। এই আলোচনাচক্র চলাকালীন গুরুদেব প্রতিদিন সকালে তিনজন করে প্রশিক্ষক তৈরী করেন। এ খুবই ক্লান্তিকর কাজ, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি লাগাতার কাজ করে যান।

২১ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার। গুরুদেব বার্ষিক সাধারণ সভার মিটিং এ উপস্থিত ছিলেন এবং এক জোরালো ভাষণ দেন। ভাষণের বিষয় ছিল "তোমার সম্পূর্ণ হৃদয় দিয়ে দাও"। তাঁর ঐ ভাষণের কিছু উদ্ধৃতি নীচে দেওয়া হল।

•সহজ মার্গে প্রয়াসের মাপকাঠিতে আমাদের বিচার করা হয়। কতটা সফলতা অর্জন করা হল তার পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা হয় না।

•প্রেম নিবেদন করতে কোনো খরচ হয় না। কিন্তু সেই কাজটাই আমরা করি না।

•ঈশ্বর কোনো কিছুই আমাদের পরিতৃপ্তির জন্য দেন নি। পঞ্চ ইন্দ্রিয় কখনই আমোদ বা তৃপ্তির জন্য নয়। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের কাজ হল আমাদের জীবনকে সঠিক পথ দেখানো।

•আধ্যাত্মিকতা তোমার হৃদয়কে না ভেঙ্গে যেতে সহায়তা করে।

২২ ফেব্রুয়ারী গুরুদেব ডঃ কস্তুরীর মৃত্যু সংবাদ পান। হায়েদ্রাবাদ কেন্দ্রে এক অভ্যাসী পড়ে গিয়ে মারা গেলে, সেই সংবাদ গুরুদেবকে বিমর্ষ করে তোলে।

আলোচনা চক্র চলাকালীন সপ্তাহের কোনো একদিন রাতে শোবার আগে গুরুদেব বলেন, মনে হচ্ছে এ যেন আমার কাছে আজ শিবরাত্রি অর্থাৎ তিনি তেমন বেশী ঘুমাতে পারবেন না। পরদিন গুরুদেবের চিকিৎসক জানায়, গুরুদেব রাতে একেবারে ঘুমাতে পারেন নি। আবার যথারীতি সকাল থেকে অভ্যাসীর স্রোত গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার জন্য হাজির আর গুরুদেবও যতটা সম্ভব প্রায় সকলের সঙ্গে দেখা করেন।

১মার্চ বৃহস্পতিবার প্রাতঃরাশের সময় গুরুদেব আর্থার কোয়েস্টলারের কিছু বইয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন,

•তুমি যেভাবে অভ্যস্ত সেইভাবে জিনিসকে দেখো। চিন্তার উর্দ্ধে ওঠার জন্য বিজ্ঞান, কলা ইত্যাদি জানতে হতে পারে। সমস্ত কিছুই তোমার

জানার প্রয়োজন নেই কিন্তু এদের গুরুত্ব বুঝতে হবে।

•ট্রাজেডি মানুষের মধ্যে থেকে ভালো জিনিষটা প্রকাশ করে, কারণ কষ্ট থেকেই সেটা আসে। কমেডি ঠিক তার উল্টো– মানুষের মধ্যে থেকে খারাপটাই প্রকাশ করে।

•ডকান কিছুই এত খারাপ নয় যে তার মধ্যে ভালো কিছু নেই এবং এর বিপরীতটাও ঠিক। যদি একটা থাকে তবে তার বিপরীতটাও অবশ্যই থাকবে।

৩ মার্চ শনিবার গুরুদেব বোস্টন থেকে আগত এক তরুণকে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রস্তুত করছিলেন। গুরুদেব বলেন, "তোমাকে প্রশিক্ষক হিসাবে প্রস্তুত করার পূর্বে সাবধান করতে চাই যে তোমার অত্যুৎসাহে বিবেচনা না ক'রে কাউকে সহজমার্গে আনবে না। কেউ হয়তো মাদকদ্রব্যে আসক্ত, তুমি বলতে পার না, তাকে সিটিং দিয়ে তার উপকার করি। এখানে তোমার দয়ালু হওয়ার প্রয়োজন নেই। দয়ালু হওয়া কেবল তাঁরই (বাবুজী মহারাজের ছবির দিকে নির্দেশ ক'রে) সম্ভব"।

ইরানী অভ্যাসীদের জন্য আলোচনা চক্র

৫ মার্চ সোমবার ইরানী অভ্যাসীদের জন্য আলোচনা চক্র শুরু হয়। ৬ মার্চ ডর্ম এ তে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সিটিং এর পর গুরুদেব বলেন তাঁর শরীর ভালো নেই তাই তিনি ভাষণ দিতে পারবেন না। এরপর ইরানের কিছু অভ্যাসী তাঁকে উপহার দিতে শুরু করলে তাঁর হৃদয় বিগলিত হতে থাকে। তখন সকলেরই মনে হতে থাকে গুরুদেব তাঁর পরিকল্পনা পরিবর্তন করে হয়তো ভাষণ দেবেন। অনেকের চোখে জল এসে যায়। এমনকি গুরুদেবের কন্ঠস্বর কোমল হতে থাকে এবং মনে হচ্ছিল বিশেষ কিছু প্রাণাহুতি পাওয়া যাচ্ছে। গুরুদেব বলেন আমার শরীর ভালো নয় তাই ভাষণ দেবার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তোমাদের গভীর প্রেম আমাকে ভাষণ দিতে উদ্বুদ্ধ করলো। সে সময় কক্ষে বসে থাকা সকলেই প্রায় কাঁদছিল। গুরুদেব বলেন "যখন সকলেই এইভাবে কাঁদে তখন তা তাদের হৃদয় কোমল হওয়ার নির্দশন। আর সেই সময় অপরকে না কাঁদার জন্য সান্ত্বনা দেওয়া কখনোই উচিত নয়"। গুরুদেব বলেন, সহজ মার্গ সাধনার ফলে হৃদয় কোমল হওয়া উচিত। সাধনার প্রথম দিকে তা চোখে জল এনে দেয়। কিন্তু হৃদয় এইভাবে ক্রমশ কোমল হওয়া উচিত এবং কখনোই তা বন্ধ হওয়া উচিত নয়। এরপর গুরুদেব গায়েত্রীতে চলে যান। ৯ মার্চ শুক্রবার গুরুদেব ইরানের অভ্যাসীদের গায়েত্রীতে নৈশভোজে আমন্ত্রণ জানান।

১০ মার্চ শনিবার গুরুদেব সকাল ৮–৪৫ মিনিটে আশ্রমে আসেন। সৎসঙ্গের পর গুরুদেব বলেন, "আমার পরিকল্পনা ছিল কিছু বলবো, এই ভগিনী ধ্যান করতে চাইল তাই সকলকে সিটিং দিলাম। তাই দেখো, কিভাবে পরিকল্পনা করি আর কিভাবে তা পরিবর্তন হয়। পাশ্চাত্যের লোকেদের মত আমাদের বেশী পরিকল্পনা করা উচিত নয়। বরং স্বাভাবিক প্রবাহে চলার জন্য তৈরী থাকা ভালো"। এই প্রসঙ্গে তিনি নদীর উদাহরণ দিয়ে বলেন, কিভাবে নদী অবাধে বয়ে চলে যায়। আমাদের জীবনও ঠিক তেমনই হওয়া উচিত। সর্বোচ্চ প্রেম ও বিশ্বাস নিয়ে আমাদের শীর্ষ থেকে আরম্ভ করা উচিত এবং এরপর তাকে সবার নীচে, সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া উচিত আর সেক্ষেত্রে প্রকৃত আদর্শের সঙ্গে কোনরকম আপোষ না করে।

সন্ধ্যায় গুরুদেব কেরল আঞ্চলিক আশ্রমের ভিডিও দেখেন এবং সেই মুহূর্তে তা উদ্ঘাটন হয়ে গিয়েছে বলে সুনিশ্চিত করেন। তিনি বলেন, এই আশ্রম এখন অভ্যাসীরা ব্যবহার করতে পারে।

মুক্তির প্রসঙ্গে

১১ মার্চ রবিবার সকালে সৎসঙ্গের পর তাঁর শয়নকক্ষে গুরুদেব বলছিলেন, কিভাবে শিশুদের কাছে সব অভিজ্ঞতা নতুন হয়ে প্রতিভাত হয় এবং বিস্ময়ে পরিপূর্ণ থাকে। "এতগুলো বছর নষ্ট করার পর আমি নিজের মধ্যে থাকতে শিখেছি"। তিনি বলেন, "না, আমি মজা করছি না। আধ্যাত্মিকতা আমাকে নিজের মধ্যে থাকতে শিখিয়েছে। আধ্যাত্মিকতা আরও শিখিয়েছে যে, নিজেকে গড়ে তুলতে না পারলে আমার প্রগতি হতে পারে না। তিনি বলেন, "আমি ভাবতাম অভ্যাসীদের দায়িত্ব আমার নিজের। তাই আমি নিজেকে বলতাম, আমার অভ্যাসীদের জন্য নিজেকে নিঃশেষ করো। কিন্তু একটা সময় এলো, যখন অনুভব করলাম যে, আমার দায়িত্ব হল, আমি কি করতে পারি তা নয়, বরং আমার যা হওয়া উচিত সেইভাবে নিজেকে গড়ে তুলে গুরুদেবকে দেখানো, আর এই চিন্তাই আমাকে অভ্যাসীদের থেকে মুক্ত করে দিল। এরপর এলো আমার উত্তরাধিকারী সনাক্ত করার সমস্যা। খুব চিন্তিত ছিলাম, –– আমার পর কি হবে? একদিন আমি বললাম, আমার কাজ হয়ে গিয়েছে। আমি কাজ হস্তান্তর করে দিয়েছি। তাঁকে কাজ বুঝে নিতে হবে এবং তা তাঁর সমস্যা আর তৎক্ষণাৎ অমি তা থেকে মুক্ত হয়ে গেলাম"।

১৭ মার্চ শনিবার, প্রাতঃরাশের পর গুরুদেব ডর্ম– এ তে গিয়ে চিত্তুরের প্রায় ৫০০ অভ্যাসীর সঙ্গে দেখা করেন। ১৮ মার্চ রবিবার, তিনি সৎসঙ্গ পরিচালনা করার পর ভিল্লুপুরম থেকে আগত কিছু অভ্যাসীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা সাত একর জমি কেনার প্রস্তাব দেন, যার এক অংশ আশ্রমের জন্য এবং অপর অংশে অভ্যাসীদের আবাসন নির্মাণ করা হবে। গুরুদেব 'স্টার ওয়ার' সিনেমা দেখে যোধার এক মন্তব্য খুব ভালো লেগেছে বলে জানান। যোধার সেই বক্তব্য হল, "ভয় অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে যায়, কারণ ভয় ক্রোধের জন্ম দেয়, ক্রোধ ঘৃণার জন্ম দেয়, ঘৃণার ফলে যে কষ্ট ভোগ করতে হয়, তা অন্ধকারে ঠেলে নিয়ে যায়"। সন্ধ্যাবেলা গুজরাট থেকে একদল অভ্যাসী কটেজে সমবেত হলে, গুরুদেব তাঁর নিয়মিত শ্বাসজনিত যোগব্যায়াম ত্যাগ করে তাদের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ধৈর্য সহকারে সকলের কথা মন দিয়ে শোনেন।

২১ মার্চ বুধবার, আমবাগানে একটি আমগাছ এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করেন। তিনি নিজে সুনিশ্চিত করেন

যাতে গাছটির কোনো ক্ষতি না হয়।

২৫ মার্চ গুরুদেব ওমেগা স্কুলের বারো ক্লাসের প্রায় একশ জন ছাত্র–ছাত্রীর সঙ্গে জলযোগ করেন। তাদের সঙ্গে ফটোও তোলেন। পরদিন গুরুদেব গায়েত্রীতে যান এবং এক সপ্তাহ থেকে শনিবার আশ্রমে ফিরে আসেন।

"প্রত্যেক সৎসঙ্গ ব্যক্তিগত সিটিং এর মত হওয়া উচিত"

১ এপ্রিল রবিবার গুরুদেব খুব গভীর সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। কক্ষ থেকে বেরিয়ে গলফ্ কার্টে বসে মাইক চেয়ে নিয়ে সমবেত সিটিং দেবার কলার উপর এক ভাষণ দেন। তিনি বলেন, সিটিং দেবার সময় তাঁর মনে হচ্ছিল প্রশিক্ষকদের শেখা উচিত কিভাবে সৎসঙ্গকে ব্যক্তিগত সিটিং এর মত সব অভ্যাসীর কাছে অনুভব করানো যায়। তিনি বলেন, ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেলকে এ কাজ করতে হবে এবং এখন থেকে তিনিই রবিবারের সৎসঙ্গ তিনিই পরিচালনা করবেন। তিনি আরও বলেন যে, হ্যাঁ আমি অবশ্যই এখানে থাকব। কখনো কখনো সিটিং দেব। কিন্তু তা রবিবারে নাও হতে পারে, সপ্তাহের যেকোনো দিন হতে পারে। অতএব তৈরী থাক। তিনি তামিল ভাষায় এ কথা বলে স্থান ত্যাগ করেন।

সাধারণ বাক্যালাপের সময় একজন ভগিনী বলেন, যে ধ্যান করে তার আত্মিক সৌন্দর্য কিভাবে প্রতিভাত হয়। গুরুদেব তা আরও স্পষ্ট করে বলেন তার মানে এই নয় যে, সেই ব্যক্তি দেখতে আরও সুন্দর হয়েছে। এ হল তাদের আত্মিক দিব্যতা উজ্জ্বলরূপে প্রতিভাত হয়। এ হেন পরিবর্তন তিনি একটা সিটিং দেবার পরেই তিনি লক্ষ্য করেছেন।

"সতত স্মরণ গুরুদেবকে আকর্ষণ করে"

২ এপ্রিল সোমবার, কানপুরের ৬৫০ জন অভ্যাসীর সপ্তাহব্যাপী আলোচনা চক্র শুরু হয় এবং গুরুদেব ডর্ম–এ তে গিয়ে সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সেখানে কয়েকজন ইরানী অভ্যাসী ছিল যারা গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করে। একজন অভ্যাসী জিজ্ঞাসা করে একবার আমরা ফিরে গেলে কিভাবে গুরুদেবের দৃষ্টি আকর্ষণ

করবো? উত্তরে গুরুদেব বলেন, 'যেভাবে একটা গোলাপ তার গন্ধ ও সৌন্দর্য্য দিয়ে আকর্ষণ করে। যেভাবে একটা শিশু প্রেম দিয়ে তার মাকে আকর্ষণ করে, অভ্যাসীও তার আত্মিক অবস্থা দিয়ে গুরুকে আকর্ষণ করে'। গুরুদেব বলেন, 'আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থা এমন হতে হবে যাতে তা গুরুদেবকে আমাদের সঙ্গে রাখে এবং তা সম্ভব হয় সঠিকভাবে ধ্যান ও সতত স্মরণ অনুশীলনের মাধ্যমে। জানবে সতত স্মরণ ধ্যানের থেকে অনেক উন্নত'। এরপর একজন অভ্যাসী জিজ্ঞাসা করে, সতত স্মরণের পরবর্তী স্তর কি? উত্তরে গুরুদেব বলেন, 'যখন তুমি সেই স্তরে আসবে তখন তোমায় বলব'।

আরও এক পরিসরে একজন ভগিনী বলে, গান বাজনা তার পেশা, কিন্তু আজকাল তার মনে হচ্ছে গুরুদেব তার হৃদয় অধিকার করে নিয়েছেন। ফলে এখন আর আগের মত গান–বাজনায় মন বসাতে পারছে না। তাই তার অভিমত পেশা পরিবর্তন করতে পারলে ভালো হত। গুরুদেব বলেন, 'তার কোনো প্রয়োজন নেই বরং যখন তুমি গান বাজনা করবে তখন মনে করবে গুরুদেব তোমার অন্তরে বাঁশী বাজাচ্ছেন এবং তারপর তোমার যন্ত্র বাজাতে শুরু করো'।

৬ এপ্রিল শুক্রবার ভ্রাঃ কৃষ্ণার ভাষণ গুরুদেব তাঁর কটেজ থেকে CCTV তে শোনেন। ভাষণের পর গুরুদেব ডর্ম–এ তে গিয়ে সিটিং দেবার সিদ্ধান্ত নেন। তারপর তিনি কেন্দ্র অধিকর্তাকে বলেন যে, তাঁর কাজ শেষ হয়নি, অতএব তিনি আগামীকাল আরও একটা সিটিং দেবেন। ৭ এপ্রিল গুরুদেব হিন্দীতে ভাষন দেন ও তারপর সিটিং দেন। তিনি বলেন কানপুর গেলে হয়তো এক–দুদিন সকলের সঙ্গে থাকতে পারতেন কিন্তু যেহেতু সকলে এখানে এসেছে তাই পুরো সপ্তাহ একসঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হল। অনেক অভ্যাসী ঐ এক সপ্তাহে অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করেএবং তারা প্রথম দিনের সিটিং ও শেষ দিনের সিটিং এর পার্থক্য অনুধাবন করতে পারে।

গুরুদেবের উত্তরাধিকারী ঘোষণার পর এই প্রথম ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল ৮ এপ্রিল রবিবার সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন। সন্ধ্যায় গুরুদেব সব অভ্যাসীদের সঙ্গে এক প্রাণবন্ত কথোপকথনে রত হন এবং এরপর সকলকে সিটিং দেন, যার মধ্যে সহজ মার্গ শুরু করতে ইচ্ছুক ১৭– ১৮ বছরের ৫–৬ জন তরুণও উপস্থিত ছিল। তারা গুরুদেবের অনুমতি চাইলে তিনি তাদেরকে সিটিংএ বসার অনুমতি দেন।

গুরুদেবের প্রতি সংবেদনশীলতা জাগিয়ে তোলা

আজকাল দেখা যাচ্ছে গুরুদেবের সশরীরি অনুপস্থিত সত্ত্বেও আকুল হৃদয় অভ্যাসীর কাছে আধ্যাত্মিক উপস্থিতি পৌঁছে দেবার জন্য তিনি অতি যত্নবান। এছাড়াও তাঁর শারীরিক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও যতটা সম্ভব অভ্যাসীদের সঙ্গে দেখা করে তাদের খুশী করতে তিনি তৎপর। এই কাজে নিয়োজিত স্বেচ্ছাসেবীরা খুব দারুণ কাজ করছে। সময়মতো দর্শনপ্রার্থীর অনুরোধ গুরুদেবের কাছে পৌঁছে দিয়ে ও দেখা করার ব্যবস্থা করে দিয়ে। যেখানে সত্যিকারের প্রয়োজন সেখানে অবশ্যই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। অন্যথা তাঁর স্বাস্থ্যের খাতিরে অহেতুক তাঁর মনের উপর চাপ সৃষ্টি না করাই শ্রেয়। আমাদের প্রেম যেন কখনোই প্রেমের বস্তুকে ক্লান্তিকর করে না তোলে।

গুরুদেব 'হুইস্পার ফ্রম্ দ্য ব্রাইটার ওয়ার্ল্ড'এর চতুর্থ ভ্যলুম রিলিজ্ করেন। নতুন MP3 সি.ডি 'হুইস্পার' থেকে গুরুদেবের বক্তব্যের নির্বাচিত অংশ প্লে করা হয়। নীচের ছবিগুলিতে দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে সমবেত অভাসীদের এক ধারণা পাওয়া যাবে।

পূজ্য বাবুজী মহারাজের জন্মদিন পালন উৎসব

পূজ্য বাবুজী মহারাজের জন্মবার্ষিকী উৎসব সারা দেশের বিভিন্ন কেন্দ্রে অতি উদ্যম, ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আনন্দ সহকারে পালন করা হয়। শ্রদ্ধেয় গুরুদেবের আদেশানুসারে এই অনুষ্ঠান দেশের সমস্ত কেন্দ্র ও আশ্রমে অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যাসীরা অতি উৎসাহ ও আগ্রহ নিয়ে এই শুভানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিল। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল এবং অভ্যাসীদের সুগভীর প্রচেষ্টায় সমগ্র অনুষ্ঠান সাবলীল ও মসৃনভাবে সম্পন্ন হয়েছিল।

চেন্নাই আশ্রমে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন এবং এই অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন। তিনি এইধরণের উৎসব যেখানে আমরা মহৎ ব্যক্তিত্বদের স্মরণ করি, তার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, স্মরণ আমাদের যেন অতীতে নিয়ে না যায়, বরং আমরা তাঁদের এমনভাবে স্মরণ করবো যেন তাঁরা আজও আমাদের সঙ্গে জীবিত আছেন। বাবুজী মহারাজের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমাদের উচিত তাঁর সহজ সরল জীবনকে স্মরণ করা।

ভিলওয়ারা

আলুভা

আজমীর

আলিগড়

যোধপুর

দেরাদুন

দেবাঙ্গিরি

কোলার

শ্রীগঙ্গানগর

বিকানীর

মাদুরাই

ব্যাঙ্গালোর

কাশীপুর

রামপুর

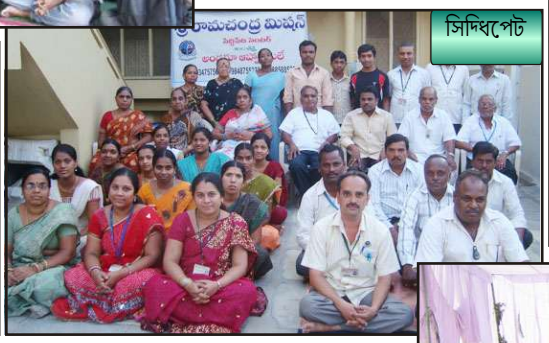
সিদ্ধিপেট

ঝাঁচী

মীর্জাপুর

গোরক্ষপুর

উদয়পুর

কানপুর

বারাণসী

পায়ান্নুর

নয়ডা

ভ্রাতৃত্ববোধ সুদৃঢ় করণ অভিযান

বারাণসী, উত্তরপ্রদেশ

বারাণসী উত্তরপ্রদেশে বিন্ধ্য পার্বত্য অঞ্চলের সোনভদ্র জেলায় অবস্থিত। ২৩ মার্চ বারানসীর ৩০ জন অভ্যাসী গুরুদেবের সন্দেশ নিয়ে পার্শ্ববর্তী কেন্দ্রগুলির উদ্দেশ্যে বাসযোগে বেরিয়ে পড়েন অভ্যাসীদের মধ্যে প্রেম ও ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ ঘটাতে ও তা সুদৃঢ় করতে। প্রশিক্ষক ভ্রাঃ রবি জৈন ও ভ্রাঃ আর.কে মালহোত্রা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানান। তারা আদালহাট, রবার্ট্স্গঞ্জ, রেনুকুট, শক্তিনগর ও দুধি কেন্দ্র পরিদর্শন করেন এবং স্থানীয় ও নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে আসা অভ্যাসীদের থেকে সাদর অভ্যর্থনা পান। আদালহাট ও রিহান্দনগরে গৃহ সমাবেশের আয়োজন হয়েছিল এবং রবার্ট্স্গঞ্জ, শক্তিনগর ও দুধি কেন্দ্রে সৎসঙ্গ পরিচালনা করা হয়েছিল। এই দুদিনের সফরে অভ্যাসীরা সকলেই গুরুদেবের উপস্থিতি অনুভব করেন। তাঁর প্রেম ও উপস্থিতি প্রত্যেক অভ্যাসীর হৃদয়ে অনুরণিত হয়। বিভিন্ন কেন্দ্রের অভ্যাসীদের গভীর ভালোবাসা ও সহৃদয়তা ছিল অবিস্মরণীয়।

যুবগোষ্ঠির জন্য কার্যক্রম

আমেদাবাদ, গুজরাট

২৫ এবং ২৬ ফেব্রুয়ারী এই দুদিন আমেদাবাদ আশ্রমের মূল বিষয়বস্তু ছিল 'তারুণ্য – প্রতিশ্রুতি ও প্রচেষ্টার সময়'। অংশগ্রহণকারীদের ছোট ছোট দলে ভাগ করে আশ্রমে কাজ দেওয়া হয়েছিল। এরপর অভ্যাসীরা খেলাধূলায় অংশ নেয়। খেলায় জয়লাভের চেয়ে আনন্দ উপভোগই ছিল মূল উদ্দেশ্য। পুণে কেন্দ্রের অভ্যাসীরা এক ভিডিও প্রদর্শনের মাধ্যমে দেখান তরুণরা কিভাবে আশ্রমের কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারে। রবিবারের সৎসঙ্গের পর অংশগ্রহণকারীদের গুরুদেবের উদ্ধৃতি পড়তে ও অনুধাবন করতে বলা হয়। এরপর এক ছোট্ট ভিডিও ক্লিপিং প্রদর্শন করে অভ্যাসীদের তা থেকে আধ্যাত্মিক অর্থ খুঁজে বের করতে বলা হয়। সুরাটের অভ্যাসীরা লালাজী মহারাজের জীবনের উপর এক ছোট নাটিকা প্রদর্শন করেন। সাধারণ লোকের কাছে সহজমার্গকে কিভাবে তুলে ধরা যায় ও তার উপর বক্তব্য রাখা যায়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করা হয়। কার্যক্রম শেষে তরুণরা নিজেদের মধ্যে এক গভীর বন্ধন অনুভব করে।

ভিলওয়ারা, রাজস্থান

২৬ ফেব্রুয়ারী সাতজন অভ্যাসী তরুণদের জন্য এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করে যার মূল বিষয়বস্তু ছিল 'প্রেম'। তারা তাদের অভিমত ব্যক্ত করে এবং মিশনের বই থেকে উদ্ধৃত অংশের উপর আলোচনা করে। ২৫ মার্চ সৎসঙ্গের পর নয়জন অভ্যাসী যুবকদের কিভাবে সহজমার্গে উৎসাহিত করা যায় ও তাদের বিভিন্ন মিশন সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মে নিয়োজিত করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন। বন্ধনকে সুদৃঢ় করার জন্য প্রত্যেক সপ্তাহে সৎসঙ্গের পর ছোট নাটিকা অভিনয় করার ও গ্রীষ্মাবকাশে চড়ুইভাতি করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়।

নতুন প্রকাশনা

Reprint of the Tamil translation of 'Love and Death'.

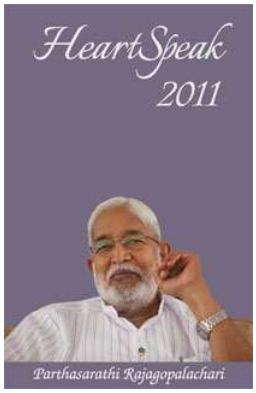

HeartSpeak 2011
English

HeartSpeak 2010
DVD

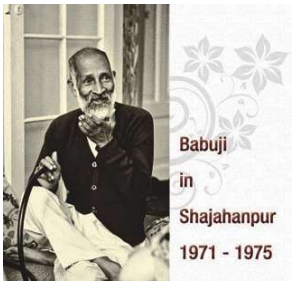

Babuji in Shahjahanpur 1971 - 1975
MP3

HeartSpeak 2009, the latest addition to the HeartSpeak series, featuring the talks and informal discussions given by Master in India during 2009.

Whispers
(Selected Messages)
MP3

HeartSpeak 2008
MP3

আশ্রম উন্নয়ন

জয়পুর, অন্ধ্রপ্রদেশ

শ্রদ্ধেয় গুরুদেব ২৫ মার্চ ২০১২ রবিবার চেন্নাই থেকে আদিলাবাদ জেলার জয়পুরে ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন করেন। দশ একর আশ্রমের তিনি এক ভিডিও পরিদর্শন করেন এবং তাঁর উপদেশানুসারে প্রায় ২০০ অভ্যাসী শান্তভাবে ধ্যানকক্ষে সৎসঙ্গে বসেন। ধ্যান কক্ষে ১৫০০ অভ্যাসী একসাথে বসতে পারেন। কয়লা খনি অঞ্চলের বিভিন্ন কেন্দ্র এবং গোদাবরীখনি, মানচেরিয়াল, শ্রীরামপুর, মান্দামারী, বেলামপল্লী ও গোলেটি কেন্দ্রের জন্য এ হল মিশনের একমাত্র আশ্রম।

বার্গুর, তামিলনাড়ু

৩ মার্চ ২০১২ ভ্রাঃ এস. প্রকাশ (ZiC, উত্তর তামিলনাড়ু) প্রায় ৫০ জন অভ্যাসীর উপস্থিতিতে তামিলনাড়ুর কৃষ্ণগিরির কাছে বার্গুরে এক ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন করেন। এরপর এখানে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় এবং আরোও বেশী অভ্যাসী তৈরী করা ও তাদের গুণগত মান বৃদ্ধির উপর আলোচনাও করা হয়।

চিক্লি, মহারাষ্ট্র

২০০৫ সালে চিক্লি আশ্রমের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছিল। এরপর এত বছর ধরে ধ্যানকক্ষ, গুরুদেবের কটেজ্ ও রান্নাঘর তৈরী হয়ে উদ্বোধনের প্রতীক্ষায় গুরুদেবের আগমনের অপেক্ষায় ছিল। বর্তমানে গুরুদেব সফর করেন না, তাই ১২ জনের এক অভ্যাসীদল আশ্রমের এক ভিডিও নিয়ে গুরুদেবের সঙ্গে চেন্নাইয়ে দেখা করেন। ২৭ ফেব্রুয়ারী ২০১২ গুরুদেব ঘোষণা করেন আশ্রমের উদ্বোধন হয়ে গেছে। সকলকে অবাক করে দিয়ে ২৯ ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় গুরুদেব চিক্লি আশ্রমকে ভিডিও কন্ফারেন্সের মাধ্যমে সংযুক্ত ক'রে আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলেন ও ভ্রাঃ নিভৃতিকে সৎসঙ্গ আরম্ভ করতে বলেন। চিক্লি ও নিকটবর্তী কেন্দ্র বুলধানা, খামগাওঁ, কিনহোলা ও দেউলগাওঁ ঘুবে থেকে প্রায় ১০০ অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

দমন

দমনের অভ্যাসীরা অক্টোবর ২০০৮ পর্যন্ত বাপী কেন্দ্রে রবিবারের সৎসঙ্গের জন্য যেতেন। নভেম্বর ২০০৮ এ গুরুদেব ভ্রাঃ শৈলেন্দ্রকে প্রশিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করেন এবং ভ্রাঃ এম.এস. উান্ডের বাড়িতে ২০ জন অভ্যাসীকে নিয়ে সৎসঙ্গ শুরু হয়। যখন অভ্যাসী সংখ্যা ৩৫ জন হয়, ভ্রাঃ পান্ডে বাড়ির একতলা ধ্যানকক্ষ নির্মাণের জন্য দেন। মার্চ ২০১২য় ১৬০০ অভ্যাসীর উপযুক্ত ধ্যানকক্ষ নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়। অভ্যাসীরা চেয়ার, টেবিল, পাখা ও একটা বুকসেল্ফ দান করেন।

১ এপ্রিল নতুন ধ্যানকক্ষের উদ্বোধন করা হয়। সুরাটের CiC, গুজরাটের ZiC এবং নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে অভ্যাসীরা সমবেত হয়েছিলেন। ২১ জন শিশু ও ৯০ জন অভ্যাসী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ভ্রাঃ অনিল, ZiC ভ্রাঃ রাজুভাই ও ভ্রাঃ সুরেন্দ্র অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। কেন্দ্রের উন্নতিসাধনে নিকটবর্তী কেন্দ্রগুলি থেকে সমাগত অভ্যাসীরা বিভিন্ন কাজকর্ম নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে সম্পন্ন করেন। নৈতিক মূল্যবোধের উপর একটি ছোট নাটিকা এবং অভ্যাসী ও শিশুদের ভজনও এই অনুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ভিল্লুপুরম, তামিলনাড়ু

ভিল্লুপুরম থেকে একদল অভ্যাসী মানাপাক্কাম আশ্রম পরিদর্শন করে এবং ভিল্লুপুরম আশ্রমের জমির দলিল গুরুদেবের কাছে প্রদর্শন করে। প্রথম দিকে শুধু মাত্র দলের ন'জন সদস্যের জন্য সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে অন্যান্য অভ্যাসীরা যারা ভালাবাসাপূর্ণ হৃদয়ে অপেক্ষা করছিল তারাও গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পায়। গুরুদেব ভিল্লুপুরম পরিদর্শন করার প্রতিশ্রুতি দেন এবং জানতে চান তিনি সেখানে রাতে থাকতে পারবেন কিনা। তিনি শিশুদের সঙ্গেও আলাপচারিতা করেন। তিনি অভ্যাসীদের আশ্রম নির্মাণকার্যে এগিয়ে যেতে বলেন। গুরুদেবের সঙ্গে দেখা করার পর অভ্যাসীরা যারপরনাই আপ্লুত ও আশীর্বাদধন্য হয়েছিল।

আঞ্চলিক আশ্রম, ব্যাঙ্গালোর

আঞ্চলিক আশ্রম ব্যাঙ্গালোরে নতুন ধ্যান কক্ষ নির্মিত হয়েছে । ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০১২ গুরুদেব এই ধ্যানকক্ষ পরম পূজ্য বাবুজী মহারাজের নামে উৎসর্গ করেন । এই ধ্যান কক্ষের পরিমাপ ১২০x৮০ বর্গফুট ও এখানে প্রায় ২০০০ অভ্যাসী বসতে পারে । ধ্যানকক্ষটি উন্মুক্ত, সবুজে ঘেরা এবং স্থানীয় আবহাওয়ার উপযুক্ত ।

এই উপলক্ষ্যকে স্মরণীয় করার জন্য ২৬ ফেব্রুয়ারী এক পূর্ণ দিবসের কার্যক্রম হয়েছিল যেখানে সকাল ৯ টায় ও বিকাল ৪ টায় সৎসঙ্গ হয় । এই অনুষ্ঠানে ব্যাঙ্গালোর ও নিকটবর্তী কেন্দ্র থেকে প্রায় ১৩৫৩ জন অভ্যাসী ও ১২৫ জন শিশু উপস্থিত ছিল । ভ্রাঃ এ. পি. দুরাই, ভ্রাঃ প্রসন্ন, ভ্রাঃ নাগরাজ ও ভ্রাঃ ভেঙ্কটাদ্রি 'গুরুদেব ও লক্ষ্য'এর উপর বক্তব্য রাখেন যা অভ্যাসীদের আত্মসমীক্ষায় উৎসাহিত করে । নব–নিযুক্ত এ.এম.সি টিমও এই আলোচনাচক্রে উপস্থিত থেকে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান অর্জন করেছিল ।

পূর্ণ দিবস কর্মশালা

ভিলওয়াড়া, রাজস্থান (৪ মার্চ, ২০১২)

নতুন ও পুরানো অভ্যাসীরা একত্রে মিশনে যোগদানের বিভিন্ন কারণ নিয়ে আলোচনা করছিলেন । কেউ এসেছেন মনের শান্তির জন্য আবার কেউ বা জীবনে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজতে । কেউ এসেছেন সত্যের খোঁজে আবার কেউ এসেছেন ঈশ্বর প্রাপ্তির আশায় । এরপর তারা সাধনা সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যা এবং অভ্যাসীদের সঙ্গে আলাপচারিতা সংক্রান্ত সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন ।

অভ্যাসীদের অনেকেই বলেন জীবনের এই সমস্ত সমস্যাকে জয় করতে কিভাবে তারা গুরুদেবের উপস্থিতি ও তাঁর সাহায্য অনুভব করেছেন । প্রকৃতপক্ষে, নিঃশর্ত ভালোবাসা ও গুরুদেবের সহায়তা অভ্যাসীদের এই আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে চলতে অনুপ্রাণিত করে । আশা করা যায় এই ধরণের কর্মশালা অভ্যাসীদের শুধুমাত্র সমস্যা সমাধানেই সাহায্য করবে না, গুরুদেবের প্রতি তাদের বিশ্বাসকেও সুদৃঢ় করবে এবং এইভাবে তাদের অন্তিম লক্ষ্যে পৌঁছতে সহায়তা করবে ।

বিরুদ্ধনগর আশ্রম, তামিলনাড়ু

১৮ মার্চ বিরুদ্ধনগর ও আশেপাশের উপকেন্দ্র থেকে প্রায় ৫২ জন অভ্যাসী দলগত আলোচনায় যোগদান করে । আলোচনার বিষয় ছিল 'ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতা' ও 'এখনই সজাগ হও' । 'গুরু ও লক্ষ্য' বই থেকে পাঠ এবং গুরুদেবের উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা আলোচিত হয় । অভ্যাসীরা বিভিন্ন রকম স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ যেমন সাফাই ও বাগিচার কাজে নিযুক্ত ছিল । অভ্যাসীরা অনুভব করেছিল পূর্ণ দিবসের কার্যক্রম গুরুদেবকে সতত স্মরণ করার এক দারুণ সুযোগ ।

তিরুর আশ্রম, কেরালা (২৫ মার্চ ২০১২)

নদী ও তিনদিকে আরব সমুদ্র দিয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা তিরুর আশ্রম প্রকৃতির এক দান । তিরুর রেলস্টেশন থেকে ১৪ কিমি দূরে এটি অবস্থিত । ২০০৯ এর ৪ এপ্রিল এই আশ্রমের উদ্বোধন করা হয় এবং তখন থেকে প্রতিটি রবিবার পুর্ণ দিবসের কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয় ।

২৫ মার্চ আশ্রমে মহাপূর্ণদিবসের অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছিল । নিকটবর্তী কেন্দ্র পোন্নানি, মানজেরী, পেরিনথানমান্না, পাট্টাম্বি, ভালানচেরী এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয় । সকাল ৭–৩০ মিনিটে সৎসঙ্গ দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয় । তিনটি 'ম'ও সাংসারিক জীবনে সহজ মার্গ এর উপর বক্তব্য রাখা হয় । বক্তৃতা খুব তথ্যমূলক ছিল এবং অভ্যাসীরা এটা তাদের পারিবারিক জীবনে এগুলো গ্রহণ করবে এবং তাদের পরিবর্তন আনবে বলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় । দুপুরে তরুণদের সভা অনুষ্ঠিত হয় । তারা সিদ্ধান্ত নেয় প্রত্যেক মাসে বিভিন্ন আশ্রমে আলোচনা সভা পরিচালনা করবে ।

চিল্ড্রেন্স্ কর্ণারে সমস্ত শিশুরা এক তাৎক্ষণিক নাটিকায় অংশগ্রহণ করে । শিশুদের মূল্যভিত্তিক শিক্ষার উপর গল্প বলা হয় । তাদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে গল্পগুলো সেখানেই অভিনয় করে দেখাতে বলা হয় । শিশুরা উৎসাহের সঙ্গে এতে অংশগ্রহণ করে । সন্ধ্যার সৎসঙ্গের পর অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয় ।

কর্মশালা ও আলোচনাসভা

মুম্বাই থেকে আগত অভ্যাসীদের জন্য কর্মশালা

চেন্নাই: ২৬ ফেব্রুয়ারী থেকে ৩ মার্চ ২০১২

২৬ ফেব্রুয়ারী ধ্যানকক্ষে গুরুদেবকে দেখে মুম্বাইবাসী প্রায় ৫০০ অভ্যাসী আনন্দে ভরে উঠেছিল। এখানে গুরুদেব সৎসঙ্গ পরিচালনা করেন ও কয়েকটি বিবাহ সম্পন্ন করান। কেবল চোখ দিয়ে গুরুদেবের সশরীরি উপস্থিতি লক্ষ্য না করে হৃদয় দিয়ে গুরুদেবকে অনুসরণ করার কথা বলেন ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল।

ভ্রাঃ আলবার্টো ও ভঃ ললিতা শ্রীনিবাসন ভ্রাতৃত্ববোধ ও হৃদয়ের বাণী শীর্ষক এক আলোচনায় অংশ নেয়। সাধনার উপর ভ্রাঃ রাজাগোপাল এবং মিশনের সেবা, সতত স্মরণ, ভ্রাতৃত্ববোধের উপর ভ্রাঃ সোমাকুমার প্রশ্ন– উত্তর আলোচনাচক্র পরিচালনা করেন।

২৯ সন্ধ্যায় গুরুদেব প্রায় পঞ্চাশ জন নতুন অভ্যাসীর সঙ্গে তাঁর কটেজে দেখা করেন। ১ মার্চ তিনি সকল অভ্যাসীর সঙ্গে মিলিত হন এবং সময়ের উপযোগিতার উপর জোর দিয়ে এবং অভ্যাসীর জীবনে ধ্যান অভ্যাসের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে তিনি বলেন, যখনই সময় পাবে তখনই ধ্যান করবে।

অভ্যাসীরা এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। এই আলোচনা সভা একটা প্রেরণা ছিল যাতে সাধনাতে নিজেকে উৎসর্গ করা যায় এবং শেষপর্যন্ত গুরুদেব যা চান তাই হতে হবে আমাদের।

ফ্যাকালটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

আর. কে. পুরম আশ্রম, নতুন দিল্লী, ২৩–২৫ মার্চ, ২০১২

আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ ডেলিভারি দলের প্রধান ভ্রাঃ সন্তোষ শ্রীনিবাসন ফ্যাকালটি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করেছিলেন। অনেক কার্যক্রম আয়োজন করার পর ও মিশনের কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনার পর SPD টিম বুঝতে পেরেছে যে, অভ্যাসী প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এর জন্য তারা যে প্রথম সেটের প্রশিক্ষণ মানক তৈরী করেছে তার নাম দিয়েছে 'ভিত্তি প্রস্তুতি করণ' প্রশিক্ষণ। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে প্রতিনিধিরা আসে তাদের প্রশিক্ষিত করার জন্য এই কর্মশালার রূপরেখা তৈরী হয়, যাতে তারা নিজ নিজ কেন্দ্রের অভ্যাসীদের প্রশিক্ষণ দিতে পারে।

উত্তর ভারতের ৯–১২ এবং ১৮ অঞ্চল থেকে প্রায় ৬৩ জন প্রতিনিধি এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছিল। ভ্রাঃ কমলেশ প্যাটেল এই সময় দিল্লীতে ছিলেন এবং তিনি ২৪ মার্চ প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বেশীরভাগ অভ্যাসী স্বীকার করেছে যে, এই কার্যক্রমের ফলে তারা খুব উপকৃত হয়েছে।

প্রশিক্ষকদের জন্য আলোচনাসভা

ভাদুগাপট্টি আশ্রম, তামিলনাড়ু

১৬–১৭ মার্চ ত্রিচির ভাদুগাপট্টি আশ্রমে তামিলনাড়ু উত্তর অঞ্চলের প্রায় ৬৮ জন প্রশিক্ষকদের জন্য দুদিন ব্যাপী আলোচনাসভা আয়োজিত হয়েছিল। 'আধ্যাত্মিকতা সবার জন্য' এই মতাদর্শে ZiC ভ্রাঃ এস. প্রকাশ অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।

অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল যে, এই অঞ্চলের সব আধ্যাত্মিক পিপাসু ব্যক্তি ২০১৭ এর মধ্যে অন্তত একবার সহজ মার্গ সম্বন্ধে শোনে।

অনুষ্ঠানের বিষয়বস্তুর ওপর বিভিন্ন আলোচনা ও মগজ ধোলাই অনুষ্ঠান হয়। অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে এই বিষয়ের উপর নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। নাটিকাটি খুবই আনন্দদায়ী ও চিন্তাশীল হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করা হয় পরবর্তী কর্মপন্থা নির্ধারণ করার জন্য।

দ্বিতীয় দিন দলটি তানঞ্জোর আশ্রম পরিদর্শন করে ও সেখানে কয়েকজন প্রশিক্ষক বক্তব্য রাখেন। ভ্রাঃ এস. প্রকাশ দলগত প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা ও 'লক্ষ্য' এর প্রতি মনোনিবেশ করার কথা বলেন।

মিশনের সাহিত্যের উপর কর্মশালা

কর্ণাটক

ব্যাঙ্গালোরের প্রকাশনা বিভাগের স্বেচ্ছাসেবীরা অভ্যাসীদের মিশনের সাহিত্য পাঠে উৎসাহিত করার জন্য এক কর্মশালার আয়োজন করে। সিমোগা ও হুনসুরে এই আয়োজন করা হয়।

১২ ফেব্রুয়ারী সিমোগাতে আয়োজিত কর্মশালায় ভদ্রাবতী, ন্যায়মতী ও ম্যাঙ্গালোর থেকে ৩২ জন অভ্যাসী অংশগ্রহণ করে। আবার ২৫ মার্চ হুনসুরে শাস্ত্রীস্কুল সভাকক্ষে আয়োজিত কর্মশালায় হুনসুর ও পেরিয়াপাটনা থেকে প্রায় ৩০ জন অভ্যাসী যোগ দেয়।

উভয়ক্ষেত্রে অভ্যাসীদের আগে থেকে মিশনের বই পড়ে গুরুদেব কথিত একটা কাহিনী বেছে নিতে বলা হয়। আমাদের সাধনার অঙ্গ হিসাবে মিশনের সাহিত্য যত্নসহকারে ও উদ্দেশ্যপূর্ণভাবে প্রত্যহ পড়ার উপর জোর দেওয়া হয়।

অভ্যাসীদের বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে বই থেকে নির্বাচিত গল্প পড়তে বলা হয় এবং ঐ গল্পে নিহিত মূল্যবোধের উপর আলোচনা করা হয়। এই মূল্যবোধ আমাদের নিজেদের জীবনে আরোপ করা হয়েছে কিনা, যদি না হয়ে থাকে তাহলে বাধা কোথায় এবং কিভাবে সেই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব সে বিষয়ে চর্চা করা হয়।

সেইসঙ্গে ভিডিওতে গুরুদেব গল্প বলছেন তা দেখানো হয়। সব অভ্যাসীরা আগ্রহের সঙ্গে কর্মশালায় অংশ নেয় ও যথেষ্ট উপকৃত হয়। মিশনের সাহিত্য বিক্রির ব্যবস্থাও করা হয়েছিল।

শিশুদের ক্রীড়াদিবস

BMA মানাপাক্কাম, চেন্নাই

১ এপ্রিল ২০১২। বাবুজী মেমোরিয়াল আশ্রমে শিশুদের জন্য ক্রীড়াদিবসের আয়োজন করা হয়েছিল। তিনটি বিভিন্ন বয়ঃক্রমের যেমন – ৬–৮ বছর, ৮–১০ বছর এবম ১০–১২ বছরের ১৬০ জন শিশু এই অনুষ্ঠানে অংশ নেয়। অনুষ্ঠানে নানা ধরণের ক্রীড়ার আয়োজন করা হয়েছিল, যেমন – লেবু ও চামচ দৌড়, যুগ্ম দৌড়, ব্যাঙ লাফানো, লাকি কর্ণার ইত্যাদি। সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত খেলার মাঠে ক্রীড়া দিবস অনুষ্ঠিত হয়। শিশুরা প্রতিটি খেলায় উৎসাহভরে অংশ নেয়। সবশেষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়

স্বেচ্ছাসেবীদের জন্য কর্মশালা

ভেলোর, তামিলনাড়ু

ভেলোরের ৪০ জন অভ্যাসী ২৫ –২৬ ফেব্রুয়ারী অয়োজিত স্বেচ্ছাসেবী কর্মশালায় অংশ নেয়। অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল স্বেচ্ছাসেবীদের সাধনার প্রতি জোর দেবার ব্যাপারে উৎসাহিত করা। এছাড়া দলগত কার্যপরিচালনা, হৃদয়কে বাস্তবানুগ ভাবে যুক্ত করা – এই কর্মশালার অন্যতম বিষয় ছিল। আলোচনার জন্য চারটি বিষয় নির্ধারণ করা হয়েছিল। এছাড়া অপরের বক্তব্য শোনার কলা অর্জনের জন্য কিছু বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের বাতাবরণ ছিল ঐশী সিক্ত।

সমাবেশ

সোয়াই মাধোপুর

সোয়াই মাধোপুরের সব অভ্যাসীরা সহজমার্গ বিষয়ক এক সমাবেশে গত ৩ মার্চ সমবেত হন। সেখানে এক কুইজ্ প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়েছিল। ভ্রাঃ অযোধ্যা প্রসাদের তত্ত্বাবধানে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জয়পুর কেন্দ্রের ভ্রাঃ সন্দীপ পরিচালনা করেন। অভ্যাসীদের দুটো দলে ভাগ করে দেওয়া হয়। প্রত্যেক দল সহজ মার্গ সাধনা অনুশীলনের জন্য দুটো করে আলোচ্য বিষয় সূচিত করে। সমগ্র অনুষ্ঠান ছিল মত বিনিময়ের মাধ্যমে। গুরুদেবের ভাষণের থেকে কুইজের বিষয় নির্ধারিত করা হয়। স্থানীয় অভ্যাসীদের গৃহ সমাবেশের জন্য সুপরিকল্পনা করার জন্য উৎসাহিত করা হয়।

আধ্যাত্মিকতা এবং স্বাস্থ্যসেবা

কাসারগড়, কেরল ১১ মার্চ ২০১২

বেলা ও কাসারগড়ে গত ১১ মার্চ উপরিউক্ত বিষয়ের উপর এক আলোচনা চক্রের আয়োজন করা হয়। কালিকট থেকে ১৪ জন চিকিৎসক এই আলোচনা চক্রে অংশ নেন এবং স্বাস্থ্য পরিসেবায় আধ্যাত্মিকতার গুরুত্বের উপর বিশদ আলোচনা হয়। বর্তমানে কেবলমাত্র রোগের চিকিৎসা হয়, কিন্তু রোগীর বিষয়ে কোনও গুরুত্ব দেওয়া হয় না। চিকিৎসকরা শুধু তাদের উপার্জন সুনিশ্চিত করতে ব্যস্ত আর রোগীরা ব্যয়ভার বহনের দুশ্চিন্তায় কাতর। চিকিৎসকেরা ইচ্ছা করলে ইতিবাচক পরিবেশ রচনা করে রোগীকে আধ্যাত্মিকতায় নিয়ে আসতে পারে।

প্রবন্ধ রচনার শংসাপত্র বিতরণ

বেলারি, কর্ণাটক

২০১১ তে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় প্রবন্ধ রচনার বিজেতাদের দেশের বিভিন্ন প্রান্তের কেন্দ্রে শংসাপত্র বিতরণ করা হয় । উত্তর কর্ণাটকের বেলারী, গুলবার্গা, হুবলী, বিদার এবং তামিলনাড়ুর তুতিকোরিন, তিরুচেন্দুর, কোভিল্পোট্টি, উটি এবং তিরুপ্পুর ও ঝাড়খন্ডের রাঁচী এবং গুজরাটের ভুজ, মেশানা, বরোদাতে ফেব্রুয়ারী মার্চ ২৯১২ তে শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে ছাত্র, শিক্ষক ও অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল । এই প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য ও মিশনের বিষয়ে বিশদ অবগত করানোর জন্য আমন্ত্রিত অতিথিদের উপস্থিতিতে ভাষণ দেওয়া । মিশনের পুস্তিকাসমূহ মজুদ রাখা ছিল যাতে আগ্রহী ব্যক্তি সকল এর সুবিধা নিতে পারে।

হুবলি, কর্ণাটক

তিরুপ্পুর, তামিলনাড়ু

তুতিকোরিণ, তামিলনাড়ু

কোভিলপট্টি, তামিলনাড়ু

বিদার, কর্ণাটক

ভাদোদারা, গুজরাট

ভুজ, গুজরাট

উটি, তামিলনাড়ু

মেহ্সানা, গুজরাট

গুলবর্গা, কর্ণাটক

রাঁচী, ঝাড়খন্ড

বিজয়ওয়াড়া আশ্রম, অন্ধ্রপ্রদেশ

জ্যোতির্কেন্দ্র

বিজয়ওয়াড়া ভারতের এক অন্যতম পুরানো কেন্দ্র এবং বিগত পাঁচ দশক যাবৎ এই কেন্দ্রের মাধ্যমে এই অঞ্চলের অভ্যাসীরা আধ্যাত্মিকতার সুফল লাভ করে আসছে। ১৯৬৯ সালে বাবুজী মহারাজের পরিদর্শনের সময় এই কেন্দ্র শুরু হয়। সেই সময় মাত্র ৬–৭ জন অভ্যাসী ছিল। ১৯৬৩ সালে তিনি পুনরায় এই কেন্দ্র পরিদর্শনে এসে তিনদিন থাকেন এবং সৎসঙ্গ পরিচালানা করেন। সেই সময় ২৫ মে ১৯৬৭ প্রশিক্ষক ভ্রাঃ ডঃ পার্থসারথির বাড়ির একতলায় তিনি ধ্যান কক্ষের উদ্‌ঘাটন করেন। বিজয়ওয়াড়া যে বছর ঝড়ে আক্রান্ত হয় সেই সময়ও বাবুজী মহারাজ সেখানে ছিলেন।

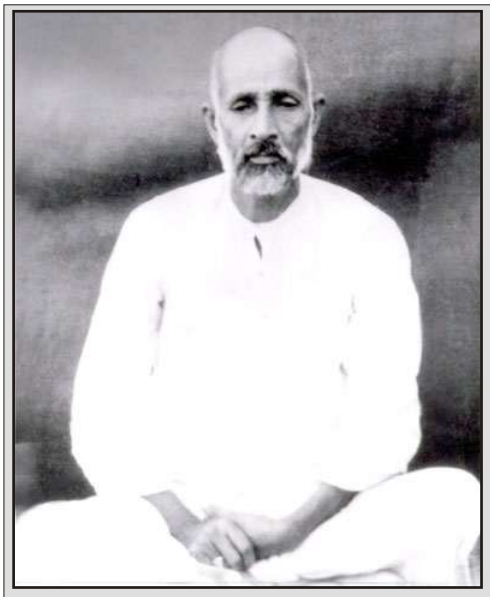

২৫ মে ১৯৬৭ সালে ধ্যানকক্ষ উদ্‌ঘাটনের সময় বাবুজীর বার্তা

"আমাদের পূর্বসূরীরা ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য কর্মজগৎ ত্যাগ করে ও সব পার্থিব বন্ধন ছিন্ন করে বনে গিয়ে তপস্যার পথ দেখিয়েছিলেন। সহজ মার্গ পদ্ধতিতে আমরা আমাদের গৃহে সেই জঙ্গলের পরিবেশ রচনা করে সাধনা করি"।

১৬ মে ১৯৭২ তে ভ্রাঃ সুনকরা ভেঙ্কটাপ্পাইয়া ১৬৭২.২৬ বর্গ মিঃ জমি দান করে। বাস ও রেল স্টেশন থেকে ৪ কিমি দূরে শহরের কেন্দ্রে এই আশ্রম অবস্থিত। ১৮ মার্চ ১৯৮৭ তে গুরুদেব ৪২০ বর্গ মিঃ ধ্যানকক্ষ, অফিস, বহুশয্যাবিশিষ্ট কক্ষ, গুরুদেবের কর্টেজ নির্মাণের শিলান্যাস করেন। ১৯৯৫ এর ২৪ জুলাই ডঃ চন্দ্রিকা প্রসাদ এই ধ্যানকক্ষের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। ২২, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর ২০০২ সালে তিনদিনের জন্য গুরুদেব এখানে আসেন। বিভিন্ন পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে আগত অভ্যাসীরা গুরুদেবের করুণা লাভ করে।

২০০৫ সালে বাইরের প্রশস্ত বারান্দাসহ ধ্যানকক্ষ একতলায় যোগ করা হয়। ধ্যানকক্ষের পিছনে ২৮৪ বর্গ মিঃ এর ভিত সহ একটা বাড়ি সহজ মার্গ স্পিরিচ্যুয়ালিটি ফাউন্ডেশনের নামে কেনা হয়। পরবর্তীকালে সেখানে রান্নাঘর ও গ্রন্থাগার নির্মাণের পরিকল্পনা রয়েছে।

SMSF আবাসে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রত্যেক রবিবার অভ্যাসীরা ও স্থানীয় জনসাধারণ স্বাস্থ্য পরিসেবা গ্রহণের সুযোগ পায়। এখানে বিনামূল্যে ঔষধ দেওয়া হয়।

রোজ সকালে আশ্রমে সৎসঙ্গ অনুষ্ঠিত হয় এবং এছাড়াও রবিবার ও বুধবার নিয়মিত সৎসঙ্গ হয়। রবিবার দিন প্রায় ২৫০ জন অভ্যাসী সমবেত হয়। এই কেন্দ্রে মুক্ত আলোচনা চক্র, অভ্যাসী প্রশিক্ষণ, VBSE কার্যক্রম নিয়মিত অনুষ্ঠিত হয়। প্রত্যেক রবিবার জিজ্ঞাসুদের জন্য 'ওয়েলকাম ডেস্ক' ও নতুন অভ্যাসীদের নানা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য আলোচনা সমাবেশের আয়োজন করা হয়। যুবকদের মত বিনিময় আলোচনা চক্র নিয়মিত কার্যসূচীর অন্তর্গত। আশ্রমের আরও কিছু সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে।

জেলার সমস্ত অঞ্চলে গুরুদেবের বার্তা পৌঁছে দেবার জন্য এই কেন্দ্র যারপরনাই উদ্যোগী।

To download or subscribe to this newsletter, please visit http://www.sahajmarg.org/newsletter/india For feedback, suggestions and news articles please send email to in.newsletter@srcm.org
© 2011 Shri Ram Chandra Mission ("SRCM"). All rights reserved. "Shri Ram Chandra Mission", "Sahaj Marg", "SRCM", "Constant Remembrance" and the Mission's Emblem are registered Trademarks of Shri Ram Chandra Mission.This Newsletter is intended exclusively for the members of SRCM. The views expressed in the various articles are provided by various volunteers and are not necessarily those of SRCM.